ষোলো বছর বাদে আবার ফাইনালে স্পেন

এমবাপেদের বিপ্লব স্তব্ধ করে দিল ইয়ামাল ব্রিগেড

ডালাস— কিলিয়ান এমবাপেদের ফরাসি বিপ্লব স্তব্ধ হয়ে গেল স্পেনের দুর্ধর্ষ আক্রমণে। বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম শেষ চারের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে ফ্রান্সকে কোনও পাত্তাই দিল না লামিনে ইয়ামালের স্পেন। ঝড়ের গতিতে ফ্রান্সের দুর্গে হানা দিয়ে স্পেন ২-০ গোলে ফ্রান্সকে উড়িয়ে দিয়ে ষোলো বছর বাদে ফাইনালে খেলার কৃতিত্ব দেখাল। ২০১০ সালে বিশ্ব খেতাব জেতার পরে স্পেনের সামনে এবারে বিশ্ব জয়ের হাতছানি। স্পেনের ইয়ামালরা খেলার শুরু থেকেই কৌশলগত আক্রমণে ছন্নছাড়া হয়ে যায় ফ্রান্সের সবরকম ছক। এক কথায় বলা যায়, এদিন এমবাপেদের মাঠে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। কোনও সময়ের জন্যে ফ্রান্সের আক্রমণকে দানা বাঁধতে দেয়নি স্পেনের রক্ষণভাগ। রীতিমতো ফ্রান্সের সব আক্রমণকে ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে স্পেন। ইয়ামাল, ওয়ার জাবাল ও পেদ্রো পেরোর দাপট কাকে বলে তা দু-চোখ ভরে উপভোগ করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

খেলার প্রথম মিনিট থেকে স্পেনের ফুটবলাররা চতুর্ভুজ আকারে আক্রমণ গড়ে তুলতে থাকেন। সেই আক্রমণকে রুখে দেওয়ার চেষ্টায় ফ্রান্সের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা হিমসিম খেতে থাকেন। অনেকটা দেশেহারা হয়ে এলোমেলো হয়ে যান। কীভাবে তা সামাল দেওয়া যায় তার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একের পর এক স্পেনের আক্রমণে ফ্রান্স শিবির লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু কোনও ভাবে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ ছক মেলাতে পারছিলেন না। গত কাতার বিশ্বকাপে রানার্স আপ দল ফ্রান্সের দৈন্যদশা দেখে সবাই হতাশ হয়ে যান। কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলের উপর পুরো দলটা নির্ভরশীল হওয়ায় ফ্রান্স লড়াকু মনোভাব প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে স্পেন প্রথম গোলটা পেয়েছে পেনাল্টি থেকে খেলার ২২ মিনিটে। বক্সের মধ্যে উড়ে আসা বলটি ক্লিয়ার করতে গিয়ে ইয়ামালের গায়ে লাগে। ফ্রান্সের দিগনে পিছন থেকে ইয়ামালকে আঘাত করতেই রেফারি পেনাল্টি দিতে কোনও দ্বিধা প্রকাশ করেননি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি ওয়ারজাবান। মেগা ম্যাচে শুরুতেই যে কোনও দল এগিয়ে থাকলে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই পিছিয়ে থাকা ফ্রান্স আক্রমণে নতুন ছক তৈরি করে প্রতিপক্ষ স্পেনের রক্ষণভাগে চাপ সৃষ্টি করতে যে ভাবনা থাকার প্রয়োজন ছিল, তা একবারের জন্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। অহেতুক ছোটাছুটি করা ছাড়া কংক্রিট আস্ফালন চোখে পড়েনি। এমবাপেরা যে স্বপ্ন নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে খেলা শুরু করেছিল, তা বাস্তিল দিবসে হারিয়ে গেল। এদিন সেইভাবে পাল্টা আক্রমণে স্পেনকে ভাবাতে পারে, এমন খেলা দেখতে পাওয়া গেল না ফ্রান্সের ফুটবলারদের। তাঁরা যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে স্পেন সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ক্ষুরধার আক্রমণ শানাতে থাকে। এমবাপেদের বিপজ্জনক শট দেখতেই পাওয়া গেল না। তারপরে ফ্রান্সের বিপদ আরও বেড়ে যায় সালিবা চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যাওয়ায়। তবে মাঝে মধ্যে এমবাপে, দেম্বেলে, রদ্রি বা ওলমোরারা নির্বিষ গোলমুখি শট নেন। তাই স্পেনের রক্ষণভাগের কোনও সমস্যা হয়নি, তা ফিরিয়ে দিতে।

দ্বিতীয় পর্বের খেলায় ফ্রান্সের আক্রমণে নতুন কোনও কৌশল থাকবে কিনা, তা নিয়ে সবাই উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কোনও ভাবেই ফ্রান্সকে অন্য চেহারায় দেখতে পাওয়া গেল না। যতই সময় গড়িয়েছে, ততই ফ্রান্সের দুর্বলতা চোখে পড়েছে। পক্ষান্তরে স্পেন আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে আক্রমণে শান দিতে থাকে। ৫৮ মিনিটে পেদ্রো পেরোর অসাধারণ গোলে ২-০ ব্যবধানে স্পেন এগিয়ে যাওয়ায় ইয়ামালরা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফ্রান্সকে চাপে রেখে দেন।

পাশাপাশি, স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোন তিন কাঠির সীমানা রক্ষা করলেন না। প্রয়োজনে গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে প্রতিপক্ষ দলের আক্রমণকে বানচাল করে দিয়েছেন, আবার সতীর্থ ফুটবলারদের বড় বাড়িয়ে দিয়েছেন আক্রমণ গড়ে তুলতে। খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই স্পেনের ফুটবলাররা উল্লাসে মেতে ওঠেন। কোচ লুইস দেলা ফুয়েন্তেকে নিয়ে নাচানাচি করতে থাকেন ফুটবলাররা।

এই ঐতিহাসিক দিনটাও স্মরণীয় করে রাখার জন্যে নতুন শপথ বাক্য পাঠ করেছেন সবাই। একটাই স্লোগান, অন্য কোনও কথা নেই, এবারের বিশ্বকাপ চাই।

২০১০ সালের পুনরাবৃত্তি চান ফুয়েন্তে

টেক্সাস— ২০১০ সালের পর ফের একবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে স্পেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেবার ট্রফি জিতেছিল লা রোহা'রা। আর এবারও একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি চান লামিন ইয়ামাল, ফেরান তোরেস'রা। ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর সেই বার্তাই দিলেন স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পুরো দল ২০১০ সালের সেই সোনালি অধ্যায়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সেমিফাইনালে জয়ের সুবাদে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত স্পেন। স্পর্শ করলো ইতালির নজির। পাশাপাশি, ইউরো কাপ ও বিশ্বকাপ মিলিয়ে টানা আটটি নকআউট ম্যাচ জিতে প্রথম ইউরোপীয় দল হিসেবেও ইতিহাস গড়েছে তারা। মঙ্গলবার রাতে ফ্রান্সের শক্তিশালী আক্রমণকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল স্প্যানিশ রক্ষণভাগ। ফুয়েন্তে বলেন, খেলোয়াড়দের বলেছিলেন, তাঁরা বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন। তবে তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারাও বিশ্বের সেরা দলের মুখোমুখি হয়েছে। তিনি দলের দায়বদ্ধতা, ঐক্য ও সঠিক মানসিকতার প্রশংসা করেন। বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, দলের সাফল্যই খেলোয়াড়দের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফুয়েন্তের মতে, স্পেনের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো দলগত সংহতি। দলের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচে মাঠে নামছেন কুকুরেয়া, উনাই সিমোনরা।

নিজের কাঁধে দোষ নিয়েও খলনায়ক হয়ে গেলেন ফ্রান্সের অধিনায়ক

টেক্সাস— বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নের দৌড়ে পরপর দু-বার ফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছেও ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপের হৃদয় ভাঙল। গত কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গিয়ে দেশে ফিরতে হয়। আর এবারে সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে পরাস্ত হয়ে এমবাপেকে ছিটকে যেতে হল। তবে গত বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করে হেরে যাওয়ার পরে মাথা উঁচু করে বিদায় নিয়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু এবারে স্পেনের কাছে হারটা অবশ্যই লজ্জার। স্পেনের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ৩৪ বার বল পেয়েছিলেন, কিন্তু একবারও তিনি সেইভাবে জোরালো শট নেননি গোলে। তবে তিনবার গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা শটেও গোল আসেনি। ম্যাচে তিনি ছ'বার ড্রিবিল করেছেন। মাত্র একবার তিনি সফল হন। এমবাপের পা থেকে ১৪ বার বল কেড়ে নিয়েছেন প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা। স্পেনের ইয়ামাল ও ফ্রান্সের দেম্বেলে এমবাপের থেকেও কম বল পেয়েছিলেন। দু'জনেই তাঁরা ১৭ বার বলকে স্পর্শ করেছিলেন। আসলে ফ্রান্সের তিনজন অস্ত্র হিসেবে এমবাপে, দেম্বেলে ও ওলিসেকে পছন্দের তালিকায় রেখেছিলেন কোচ। এমনকি এমবাপে ৮৭ মিনিটের মাথায় হলুদ কার্ড দখেন। তাই সব মিলিয়ে বলতে পারা যায়, ফ্রান্সের অধিনায়ক মঙ্গলবার রাতে খলনায়কের ভূমিকায় মাঠে ছিলেন।

বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে এবারে সবার নজর ছিল

ফ্রান্সের দিকে। সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ০-২ গোলে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে এমবাপেদের। দলের ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নেওয়ার পাশাপাশি সতীর্থদের পারফরম্যান্স নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর মতে, কৌশল, টেকনিক এবং সামগ্রিক পারফরম্যান্স— কোনও ক্ষেত্রেই দল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

এমবাপে বলেন, স্পেনকে চাপে রাখতে প্রতিপক্ষের অর্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং ম্যাচের ছন্দ ও গতি নিয়ন্ত্রণে স্পেন অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। ফ্রান্স মাঝমাঠে পিছিয়ে পড়ায় পুরো ম্যাচেই প্রতিপক্ষের আধিপত্য বজায় থাকে।

ফ্রান্স অধিনায়কের মতে, মাঝমাঠে তিনজনের বিপক্ষে দু'জন নিয়ে খেলতে হওয়াই বড় সমস্যা তৈরি করে। পাসিং, নড়াচড়া এবং বলের দখল— কোনও দিকেই দল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ সবসময় আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে খেলতে হয়। সেই জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারিনি। তিনি স্বীকার করেন, ফাইনালে ওঠা ছিল দেশের সমর্থকদের বড় স্বপ্ন, যা অপূর্ণই থেকে গেল।

এই বিশ্বকাপে আট গোল করা এমবাপে স্পেনের বিরুদ্ধে কার্যত নিষ্প্রভ ছিলেন। সতীর্থদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বল না পাওয়ায় আক্রমণে প্রভাব ফেলতে পারেননি তিনি। তবে পরাজয়ের পরও মাথা উঁচু করে হার মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান ফরাসি অধিনায়ক। তাঁর কথায়, এই ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।

বিশ্বকাপের পর দায়িত্ব ছাড়বেন কোচ দিদিয়ের দেশঁ। এমবাপে জানিয়েছেন, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জয় দিয়ে কোচকে বিদায় জানানোই এখন দলের একমাত্র লক্ষ্য।

এদিকে, বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ০-২ গোলে হারের পর রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ। এল সালভাদরের রেফারি ইভান বার্টনের পেনাল্টি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেশঁ বলেন, "তিনি কি সেমিফাইনাল পরিচালনার যোগ্য?" তবে তিনি স্বীকার করেন, স্পেনই ম্যাচে শ্রেষ্ঠ ছিল। অন্যদিকে, দেশঁর বিদায়ের পর ফ্রান্সের নতুন কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদানের দায়িত্ব নেওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে।

হ্যাটট্রিক করে নায়ক বিষ্ণু, দুরন্ত জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও দুরন্ত জয় তুলে নিলো ইস্টবেঙ্গল। বুধবার ঘরের মাঠে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে সহজেই ম্যাচ জিতলো তারা। লাল-হলুদ ব্রিগেডের পি ভি বিষ্ণুর হ্যাটট্রিক। ম্যাচের ১১ মিনিটে জেসিন টি কে-র ব্যাক পাস থেকে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন কেরলের এই স্ট্রাইকার। তবে, লাল-হলুদ শিবিরের এই লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। চার মিনিটের মধ্যেই বিধানগরের হয়ে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন অধিনায়ক সুমিত মজুমদার।

খেলায় সমতা ফিরে এলেও দমে যাননি লাল-হলুদ ফুটবলাররা। বরং, আক্রমণের চাপ আরও বাড়ায় কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাসের দল। সেই আক্রমণ সামাল দিতে গিয়ে বক্সের বাইরে ফাউল করে বসেন বিধাননগরের এক ফুটবলার। ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল।

২৬ মিনিটে সেই ফ্রি কিক থেকে দারুণ গোল করে ফের দলকে এগিয়ে দেন বিষ্ণু। এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে (৪৫+১) বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়ে দেন বিধাননগর ফুটবলার বিষ্ণু মুর্মু। পরের মিনিটে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চলতি মরসুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব দেখান পি ভি বিষ্ণু। বিরতির পর অবশ্য বিষ্ণু এবং জেসিন দুজনকেই তুলে নেন লাল-হলুদ কোচ। পরিবর্তে মাঠে নামান নবাগত উত্তম হাঁসদা এবং মহম্মদ বিলালকে। গত ম্যাচে গোল করা মহম্মদ বিলাল অবশ্য এই ম্যাচে নজর কাড়তে ব্যর্থ। বরং, এই দুই পরিবর্তনে ইস্টবেঙ্গলের খেলার চরিত্র একেবারে বদলায়নি। তা সত্ত্বেও, খেলার ৮১ মিনিট নাগাদ লাল-হলুদের হয়ে পঞ্চম গোলটি করেন বিজয় মুর্মু। এদিন ইস্টবেঙ্গল ৫-১ গোলে বিধাননগরকে হারিয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লো। এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

এদিকে কলকাতা ময়দানে তিন প্রধান তাদের ঘরের মাঠে খেলছে। কলকাতা ফুটবল লিগে খেলা দেখার জন্য দর্শকদের সেইভাবে কোনও আগ্রহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে দেখা গেল প্রায় ফাঁকা গ্যালারি। দর্শকদের সেই উন্মাদনা নেই। নেই উৎসাহ। অতীতে তিন প্রধানের খেলা থাকলে দূরদূরান্ত থেকে সমর্থকরা তাদের প্রিয় দলকে উৎসাহিত করার জন্য মাঠে ছুটে আসতেন। আসলে ফুটবলারদের সেই দক্ষতা এবং যোগ্যতার অভাব রয়েছে। সেই কারণেই কলকাতা ফুটবলকে সেইভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না সমর্থকরা।

পঞ্জাব নैশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কল অফিস : এসএএম - কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল) ১১, হেমন্ত বসু সরণী,
কলকাতা-৭০০ ০০১, ই-মেল : cokolsouthsam@pnb.bank.in

ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এ প্রদত্ত সংস্থানের অধীনে স্থাবর সম্পদসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি। জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সিকিওরড্ ক্রেডিটরের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের অনুমোদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক / বাস্তব / প্রতীকী অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের পাওনাবাবদ অর্থ আদায়ের জন্য, নিচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" এবং "যা কিছু যেমনভাবে আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে নিচের সারণীতে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নামূল্য জমা উল্লেখ করা আছে।

সিকিওরড্ অ্যাসেটসমূহের শিডিউল

ক্রঃ নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতার / গ্যারান্টারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং, প্রপার্টি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির(সমূহের) বন্ধকদাতাগণ) লোকেশন কো-অর্ডিনেটস্	ক) ডিম্যান্ড নোটিসের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) অধিগ্রহণের তারিখ ঘ) অধিগ্রহণের ধরন ঙ) ডিলিং আধিকারিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-অকশনের তারিখ / সময় ঙ) এনকামব্র্যান্স, যদি থাকে
১.	শাখা : আলিপুর চেতলা (১৪১২০০) মি. পীযূষ ঘোষ ৮সি, সজ্জি বাগান লেন, চেতলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৭ এছাড়াও যেখানে : ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬১ বানেশ্বর প্রামানিক (গ্যারান্টার) ১৬এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ অ্যাকাউন্ট নং : ১৪১২০০এনসি০০০০৪১৪০ প্রপ. আইডি : PUNBPIYUSHGH	সুশীল অ্যাপার্টমেন্ট নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং ১০-এর সমগ্র অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে (দুই) বেডরুম, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) টয়লেট, ১ (এক) ব্যালকনি, তৎসহ একত্রে জমির আনুপাতিক অংশ যেখানে বিল্ডিংটি দাঁড় করানো হয়েছে তার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা ১০ ছটাক যা সম্বলিত তৌজি নং ১ থেকে ৪, ৬, ৮ থেকে ১০, ১২ থেকে ১৬, ৫, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৭৭, ২১৩, দাগ নং ৩০৬, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, থানা সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর) কলকাতা-৭০০০৬১ **শ্রী পীযূষ ঘোষের নামে** যা অনুযায়ী ডিড্ নং ২০৪৮ অফ ২০০৪। অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭৭৮১৫, লঙ্গ : ৮৮.৩০০৮১১	ক) ১৩.০৫.২০২২ খ) ২৭,৫২,২৬০.৫২ টাকা যে তারিখে ৩০.০৪.২০২২ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ১১.১১.২০২৫ ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি. মোবাইল : ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১১,৮৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৮,৩০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
২.	শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) মি. আনন্দ দাশগুপ্ত এবং মিসেস শর্মিষ্ঠা পাল উভয়ের ঠিকানা যেখানে : ৩৫ইউ, মিড্ল রোড, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ- সন্তোষপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৭৫ অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩৩০০৫০০১৬০ প্রপ. আইডি : PUNBANANDADAS	"রাধা কুঞ্জ" নামক বিল্ডিংয়ের (লিফ্টের সুবিধা যুক্ত) ৫ম তলে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪সি হিসেবে আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার পরিমাপ ৯০২ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ০২ বেডরুম, ০১ ডাইনিং কাম কিচেন এবং ০২টি টয়লেট, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ১৭৯ ও ১৪ (পুরনো হোল্ডিং নং ১৯ মিত্রপাড়া রোড), আরএনটি রোড, মৌজা-হরিণাভি, থানা-সোনারপুর, দাগ নং ২১১, খান্দনা খতিয়ান নং ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৬ ও ৬৫৮, যার দরুন উদ্ভূত আর.এস. খতিয়ান নং ২১৮, পূর্বের এলআর খতিয়ান নং ৪৪২, ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৮, বর্তমান এলআর খতিয়ান ২৩১৮ ও ২৩১৯, জে.এল. ৩৬, আরএস-১৫১, তৌজি ১০৯. রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড ১৭, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১৪৮। ডিএসআর-৪ দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ফ্ল্যাটটি রেজিস্টার্ড, **মি. আনন্দ দাশগুপ্ত এবং মিসেস শর্মিষ্ঠা পালের নামে,** যা অনুযায়ী ডিড্ নং আই-৮২৯৯ফর দ্য ইয়ার ২০১৫। **অবস্থান : অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪১৫২৭৪, লঙ্গ : ৮৮.৪১৬৫৭৯**	ক) ০১.০৩.২০১৯ খ) ২০,২৯,৭৯৪.২৫ টাকা যে তারিখে ২৮.০২.২০১৯ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ০৯.০৯.২০২৫ ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিত চৌধুরী, মোবাইল : ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ১৮,৪৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৪,৫০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) এসএ/৬২/২০২১ ডিআরটি-৩, কলকাতা
৩.	শাখা : জেমস লং সরণী (১৩৯৩২০) মি. সজল দত্ত ও মিসেস বৈশাখী দত্ত ১/১, কৈলাশ ঘোষ রোড, হাউস নং ৩৪, কলকাতা-৭০০ ০০৮ অ্যাকাউন্ট নং : ১৩৯৩৩০০৫২০০২২ ও ১৩৯৩৩০৬৩২১৩১২ প্রপ. আইডি : PUNBSAJALDUTTA	একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬-এর সমগ্র অংশের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৩য় তলে মার্বেল ফ্লোর, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮০০ বর্গফুট, যা সম্বলিত দুই বেডরুম, দুই টয়লেট, এক ডাইনিং কাম কিচেন, এবং এক বারান্দা যেখানে স্থিত **"লাইক্স"** নামক একতলা + দ্বিতল বিল্ডিংয়ে, যে জমিতে স্থিত তার পরিমাপ কমবেশি ০২ কাঠা ১৪ ছটাক ০৩ বর্গফুট, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২১২এ, ভুবন রোহন রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০৮ থানা-ঠাকুরপুকুর (এখন হরিদেবপুর), মৌজা-পূর্ব বড়িশা, দাগ নং ৬৫৮, যার সন্নিহিত খতিয়ান নং ২৫২৫, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা পৌরসংস্থা (কেএমসি), যা অনুযায়ী সেল ডিড্ নং আই/১৯০১-০৭৩৩৭/২০১৬ ফর দ্য ইয়ার ২০১৬. **যাঁর নামে মি. সজল দত্ত এবং মিসেস বৈশাখী দত্ত।** **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭৯১৫, লঙ্গ : ৮৮.৩১৮৭০১**	ক) ১৯.১১.২০২৫ খ) ১৮,৬৬,৪৭৪.৭৪ টাকা, যে তারিখে ৩১.১০.২০২৫ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ০৬.০৩.২০২৬ ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, মোবাইল : ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১৬,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৪,০০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৪.	শাখা : যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) মেসার্স রুমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী : মিসেস রুমা ব্যানার্জি ওরফে রুমা ব্যানার্জি পাঠক ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১ গ্যারান্টার ও বন্ধকদাতা : মি. সুব্রত ব্যানার্জি অ্যাকাউন্ট নং : ১৫১৭৩০০০০৪৭২৫ প্রপ. আইডি : PUNBRUMAENTER	দ্বিতল বিল্ডিংয়ের সমগ্র দ্বিতীয় তলের অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১১২০.০৯৯ বর্গফুট যাতে রয়েছে ৩ বেডরুম, ১ ড্রইং কাম ডাইনিং, ১ কিচেন ও প্রিভি এবং ২ বারান্দা তৎসহ একত্রে কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত ৫০% অংশ, যা সম্বলিত দাগ নং ৮১৯ ও ৮২০ ছাড়াও খতিয়ান নং ৬৮৭, মৌজা+পোঃ - ঢাকুরিয়া, জে.এল. নং ১৮, থানা-কসবা, প্রেমিসেস নং ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা-৭০০০৩১, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১-এণ অন্তর্গত, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী সুব্রত ব্যানার্জির নামে সম্পত্তি,** পিতা নিরোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যা অনুযায়ী ডিড্ অফ পার্টিশন নং আই-০৬৮৯ ফর ইয়ার ২০১৭, যেটি এডিএসআর শিয়ালদহতে রেজিস্টার্ড। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৫১২৪০, লঙ্গ : ৮৮.৩৭৬১০**	ক) ০৮.০৩.২০২৩ খ) ২৭,৭১,২২০.০০ টাকা, যে তারিখে ২৮.০৩.২০২৩ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ১১.০৭.২০২৫ ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিত চৌধুরী, মোবাইল : ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ২৪,৫৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৫,৭০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) এসএ/৮৭২/২০২৩ ডিআরটি-৩, কলকাতা
৫.	শাখা : হাজরা রোড (০১০৮২০) মি. বিশ্বজিত চক্রবর্তী এবং মি. সুনীল কুমার চক্রবর্তী উভয়ের ঠিকানা যেখানে : ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, থানা-সরশুনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা-৭০০০৬১ অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৮৩০০৫০০০৪৩ প্রপ. আইডি : PUNBBISWAJITCH	একতলা বিল্ডিং ও কাঠামো সমেত ০৩ কাঠা ০৫ ছটাক পরিমাপের জমির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে স্থিত ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, থানা-সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর), যেখানে রয়েছে সি.এস. দাগ নং ১৬০৪, সিএস খতিয়ান নং ১০১৩, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ ও ৫১, আর.এস. নং ৪৮৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা-৭০০০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তীর নামে সম্পত্তি,** যা অনুযায়ী সেল ডিড্ নং আই-১৮১৮ ফর দ্য ইয়ার ১৯৭৯, যেটি সাব রেজিস্ট্রি আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে রেজিস্টার্ড, **উক্ত পরিসরের চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে : অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যের সম্পত্তি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে : দক্ষিণে : অন্যের সম্পত্তি। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭২৫৩, লঙ্গ : ৮৮.২৯১৮৪**	ক) ০৭.০৯.২০২৩ খ) ৪১,৮৩,৩৪৭.৫০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০৮.২০২৩ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ১১.০৩.২০২৪ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (এসিজেএম-এর কাছে আবেদন করা হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : সুশান্ত রঞ্জন, মোবাইল : ৯৯৩৯২ ১১৩৬২	ক) ৩৩,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৩৮,৪০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৬.	শাখা : গাঙ্গুলি বাগান (০৩৬৪২০) রুমা চক্রবর্তী এবং শম্ভুনাথ চক্রবর্তী উভয়ের ঠিকানা যেখানে : ১৯৮/১, রায়পুর রোড, নাকতলা, থানা-নেতাজীনগর, কলকাতা-৭০০ ০৪৭ অ্যাকাউন্ট নং : ০৩৬৪৩০০০১৬২৪১ প্রপ. আইডি : PUNBRUMACHAKRA01	সমগ্র তৃতীয় তলে সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে ০২ বেডরুম, ০১ লিভিং কাম ডাইনিং কাম ড্রইং, ০২ টয়লেট, ০১ বারান্দা, ০১ পূজা ঘর, জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে, তৎসহ প্রায় ২ কাঠা ১২ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমাপের জমিতে আনুপাতিক আগ্রহ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা-নয়াবাদ, পরগনা-খাসপুর, জে.এল. নং ২৫, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৭০, আর.এস. দাগ নং ১৩৪, কেএমসির ১০৯ নং ওয়ার্ডের সীমার অন্তর্গত, প্রেমিসেস নং ৩৪৯, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। **সম্পত্তির মালিকানায় রুমা চক্রবর্তী এবং শম্ভুনাথ চক্রবর্তী,** যা অনুযায়ী ডিড্ নং ০৬২৭৫ ফর ইয়ার ২০১০, যেটি ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অফিসে রেজিস্টার্ড। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৮৬২১১, লঙ্গ : ৮৮.৪০৯৮৬৪**	ক) ৩০.০৮.২০২৪ খ) ১৩,৭০,৩২৮.৭০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০৭.২০২৪ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ১৩.০৩.২০২৫ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর কাছে শুনানি হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : অরূপ চক্রবর্তী, মোবাইল : ৬২৯০৩ ৬২৫২৮	ক) ১৭,১২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,২০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৭.	শাখা : গাঙ্গুলি বাগান (০৩৬৪২০) রুমা চক্রবর্তী এবং শম্ভুনাথ চক্রবর্তী উভয়ের ঠিকানা যেখানে : ১৯৮/১, রায়পুর রোড, নাকতলা, থানা-নেতাজীনগর, কলকাতা-৭০০ ০৪৭ অ্যাকাউন্ট নং : ০৩৬৪৩০০০১৬২৪১ প্রপ. আইডি : PUNBRUMACHAKRA02	সমগ্র চতুর্থ তলে সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে ০২ বেডরুম, ০১ লিভিং কাম ডাইনিং কাম ড্রইং, ০২ টয়লেট, ০১ বারান্দা, ০১ পূজা ঘর, জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে, তৎসহ প্রায় ২ কাঠা ১২ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমাপের জমিতে আনুপাতিক আগ্রহ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা-নয়াবাদ, পরগনা-খাসপুর, জে.এল. নং ২৫, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৭০, আর.এস. দাগ নং ১৩৪, কেএমসির ১০৯ নং ওয়ার্ডের সীমার অন্তর্গত, প্রেমিসেস নং ৩৪৯, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। **সম্পত্তির মালিকানায় রুমা চক্রবর্তী এবং শম্ভুনাথ চক্রবর্তী,** যা অনুযায়ী ডিড্ নং ০৬২৭৪ ফর ইয়ার ২০১০, যেটি ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অফিসে রেজিস্টার্ড। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৮৬২১১, লঙ্গ : ৮৮.৪০৯৮৬৪**	ক) ৩০.০৮.২০২৪ খ) ১৩,৭০,৩২৮.৭০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০৭.২০২৪ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ১৩.০৩.২০২৫ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর কাছে শুনানি হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : অরূপ চক্রবর্তী, মোবাইল : ৬২৯০৩ ৬২৫২৮	ক) ১৬,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬৪,৯০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৮.	শাখা : এম. এল. গুপ্ত রোড (১৬৬২২০) মেসার্স এসআইকে কনস্ট্রাকশন স্বত্বাধিকারী : মি. অমিতাভ গুপ্ত পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত ৯০, সন্তোষ রায় রোড কলকাতা-৭০০ ০০৮ অ্যাকাউন্ট নং : ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯ প্রপ. আইডি : PUNBSIKCONST001	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, তৃতীয় তলে, উত্তর দিকে, ফ্ল্যাট নং বি-৫, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ৫০০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ০১ বেডরুম, ০১ লিভিং কাম ডাইনিং, ০১ কিচেন এবং ০১ টয়লেট, উক্ত ফ্ল্যাটটি যে জমিতে অবস্থিত তার পরিমাপ কমবেশি ৬ কাঠা, ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, তৎসহ একত্রে সেখানে দাঁড় করানো তিনতলা বিল্ডিং (অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান আছে). যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দাগ নং ১৫৪৭. যার অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৫৯, ২৪৬১, মৌজা-সরশুনা, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ ও ৫১, আর.এস. নং ১২০২, ঠাকুরপুকুর থানার অধীনে, এখন সরশুনা, এডিএসআরও বেহালা, ডিআর - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পূর্বে কেএমসি-র (এস.এস. ইউনিট) সীমার অন্তর্গত ছিল, বিইং কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৪৬, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিইং অ্যাসেসি নং ৪১-১২৭-০৭-০২৪৩-৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭-এণ অধীনে, যা অনুযায়ী ডিড্ নং আই-১৬০৭১০১৮২ ফর দ্য ইয়ার ২০১৬, **অমিতাভ গুপ্ত-এর নামে,** পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭৫৪২, লঙ্গ : ৮৮.২৯১৫৪**	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৫৮.০০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০১.২০১৯ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ২০.০৬.২০১৯ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর অর্ডার পাওয়া গেছে) ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, মোবাইল : ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১০,৮২,০০০.০০ টাকা খ) ১,০৮,২০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৯.	শাখা : এম. এল. গুপ্ত রোড (১৬৬২২০) মেসার্স এসআইকে কনস্ট্রাকশন স্বত্বাধিকারী : মি. অমিতাভ গুপ্ত পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত ৯০, সন্তোষ রায় রোড কলকাতা-৭০০ ০০৮ অ্যাকাউন্ট নং : ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯ প্রপ. আইডি : PUNBSIKCONST002	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণ-উত্তর-পূর্ব দিকে, ফ্ল্যাট নং বি-১, উমা অ্যাপার্টমেন্ট নামক ত্রিতল বিল্ডিংয়ে (অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান আছে), যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ৭৫০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ০২ বেডরুম, ০১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, ০১ কিচেন এবং ০২ টয়লেট, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১১, ঈশান ঘোষ রোড, থানা-ঠাকুরপুকুর, এখন হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০০৮। উক্ত ফ্ল্যাটটি যে জমিতে অবস্থিত তার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা, ৮ ছটাক, দাগ নং ৮১২, খতিয়ান নং ১৪৬৫, মৌজা-পূর্ব বড়িশা, পরগনা-খাসপুর, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৬, আর.এস. নং ৪৩, এডিএসআর -বেহালা, ডিআর - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২-এর অধীনে, যা অনুযায়ী ডিড্ নং আই-১৬০৭১০১৫৬ ফর দ্য ইয়ার ২০১৬, **শ্রী অমিতাভ গুপ্ত-এর নামে,** পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭৮৮৭, লঙ্গ : ৮৮.৩২৪৭৩**	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৫৮.০০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০১.২০১৯ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ২০.০৬.২০১৯ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর অর্ডার পাওয়া গেছে) ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, মোবাইল : ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ১৫,০২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫০,২০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
১০.	শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) মিসেস মণীষা ঘোষ স্বামী মি. গোবিন্দ ঘোষ হোল্ডিং নং ১২৯, সাতকড়ি ব্যানার্জি রোড, মাহিনগর. পোঃ-মালঞ্চ মাহিনগর. থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড ২২, কলকাতা-৭০০ ১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাউন্ট নং : ০১৪৩২০এনসি০০০০০৪৪১ এবং ০১৪৩২০এনসি০০০০০৬৭২ প্রপ. আইডি : PUNBMANISHAGH	রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অনুমোদিত স্যাংশনড্ প্ল্যান অনুযায়ী দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং সমেত ২ কাঠা ৭ ছটাক ১১ বর্গফুট পরিমাপের রূপান্তরিত বাস্তু জমির ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, যেখানে স্থিত আরএস/এলআর দাগ নং ৩৭৪, আরএস খতিয়ান ৭১৭, এলআর খতিয়ান নং ২৮২৩, ২৮২৪, মৌজা মাহিনগর, পরগনা মাগুরা, জে.এল. নং ৭৯, আরএস নং ৪০২, তৌজি ২২৯বি১, থানা-সোনারপুর, হোল্ডিং নং ১২৯, সাতকড়ি ব্যানার্জি রোড, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ১৪৫। **শ্রীমতী মণীষা ঘোষের নামে সম্পত্তি,** স্বামী মি. গোবিন্দ ঘোষ, যা অনুযায়ী ডিড্ অফ কনভেয়েন্স নং আই-১৬০৮০৫৭১১, যেটি ১২.০৭.২০২৩ তারিখে রেজিস্টার্ড, যার বুক-১, ভল্যুম ১৬০৮, পৃষ্ঠা ১১৭৫৪৭ থেকে ১১৭৫৬৮, এডিএসআর সোনারপুরে রেজিস্টার্ড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **ল্যান্ডেড প্রপার্টির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে - আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৮৬/শৈলেন ঘোষ, দক্ষিণে - আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৭৪/তুঁতি চ্যাটার্জি, পূর্বে - কমন প্যাসেজ এবং পশ্চিমে - আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৭৮/বাসুদেব মণ্ডল। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৩৯৭৩৭২, লঙ্গ : ৮৮.৪২০৬৩৭**	ক) ০৯.০২.২০২৬ খ) ২৯,৮৭,৩৪০.৪৪ টাকা, যে তারিখে ৩১.০১.২০২৬ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ২৩.০২.২০২৬ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (এসিজেএম-এর কাছে আবেদন দাখিল করা হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : প্রসেনজিত চৌধুরী, মোবাইল : ৯৮৩১৩ ৬৮৯৫৪	ক) ২৪,৩৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৩,৫০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
১১.	শাখা : যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) মি. চঞ্চল দত্ত এবং মিসেস শর্মিষ্ঠা দত্ত উভয়ের ঠিকানা যেখানে : 'মোহিনী মহল', ২২৬, ব্লক-ডি, শতাব্দী পার্ক, দাসপাড়া, মুকুন্দপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০৯৯ অ্যাকাউন্ট নং : ০১০৩৩০০০১৮৬৩৮ প্রপ. আইডি : PUNBCHANCHALD	ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, যেখানে স্থিত একতলা, তিনতলা বিল্ডিংয়ের যার নাম মোহিনী মহল-এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ফ্ল্যাট নং জিএ যার সুপার বিল্ড এরিয়া ৬৯০ বর্গফুট যাতে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, এক কিচেন এবং এক টয়লেট তৎসহ একত্রে উক্ত বিল্ডিংয়ের সংলগ্ন কমন এরিয়া ও ফেসিলিটিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং এছাড়াও জমির ও কমন সুবিধাদির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ , যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ২২৬, অজয় নগর (দাসপাড়া শতাব্দী পার্ক, প্লট ৯ডি), দাগ নং ৪০ ও ৫৩, আর.এস. দাগ নং ৪০, ৪০/৫৩, যার সন্নিহিত খতিয়ান নং ৩৮, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮ ও ৩১, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১৫১, প্লট নং ৯, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৯৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯। **সম্পত্তির মালিক মি. চঞ্চল দত্ত এবং মিসেস শর্মিষ্ঠা দত্ত।** যা অনুযায়ী সেল ডিড্ নং আই-০৭৬১১ ফর ইয়ার ২০১০। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৮৮৯০৫, লঙ্গ : ৮৮.৪১২৬২৫**	ক) ১৬.০৮.২০২৩ খ) ১১,৪৬,৫৬৮.৩২টাকা, যে তারিখে ৩১.০৭.২০২৩ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জ গ) ২৩.০২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর কাছে শুনানি হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : অরূপ চক্রবর্তী, মোবাইল : ৬২৯০৩ ৬২৫২৮	ক) ১৩,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩১,০০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
১২.	শাখা : বড়িশা (০৮৮৩২০) অশোক কুমার চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং স্বত্বাধিকারী : প্রয়াত অশোক কুমার চ্যাটার্জি গ্যারান্টার : অজয় চ্যাটার্জি আইনি উত্তরাধিকারীগণ : অংশু চ্যাটার্জি এবং সান্ত্বনা চ্যাটার্জি ১৭০এ/১, সাবর্ণ পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা-৭০০ ০০৮ অ্যাকাউন্ট নং : ০৮৮৩২৫০০০২৭২১ ও অন্য প্রপ. আইডি : PUNBASHOKECHAT	আংশিক সম্পূর্ণ দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ) সমেত ০২ কাঠা ০৪ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের সমগ্র অংশ, যেখানে স্থিত প্রেমিসেস নং ১৭০এ/১, সাবর্ণ পাড়া রোড, হোল্ডিং নং ১২৬/২৩, মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জে.এল. নং ১৯, রে. সা. নং ৪৩, দাগ নং ১৭০ ও ১৭০/৭৪৫, খতিয়ান নং ৯৯৮/৩৫৬, কলকাতা পৌরসংস্থার অধিক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নং ১২৬, পোঃ বড়িশা, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০০৮, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **প্রয়াত শ্রী অশোক চ্যাটার্জির নামে সম্পত্তি,** পিতা প্রয়াত দুলাল চ্যাটার্জি, যা অনুযায়ী গিফ্ট ডিড্ নং আই-০০২৯০ ফর ইয়ার ২০০৪, যেটি ডিএসআর-২ আলিপুর-এ রেজিস্টার্ড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে - দাগ নং ১৭৪-এর অধীনে সম্পত্তি/পুকুর, দক্ষিণে - গোপাল ভট্টাচার্য এবং অন্য, পূর্বে - পুলক চ্যাটার্জি এবং পশ্চিমে - ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। **অবস্থান : ল্যাট : ২২.৪৭৯১৮, লঙ্গ : ৮৮.৩০৬৭৩**	ক) ০৭.০৬.২০২৪ খ) ১১,৯২,৬২২.৩২টাকা, এবং ০১.০৬.২০২৪ থেকে পুনরায় ধার্য সুদ গ) ১৮.১২.২০২৪ ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (এসিজেএম-এর কাছে আবেদন দাখিল করা হয়েছে) ঙ) যোগাযোগ : অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, মোবাইল : ৯৬৭৪১ ৭১৩৮৪	ক) ৩৬,৪৯,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৬৪,৯০০.০০ টাকা (০৪.০৮.২০২৬) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ০৪.০৮.২০২৬ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) নেই, ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়

নিয়ম ও শর্তাবলী :
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্দেশিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং পুনরায় নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে :
১. **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা কিছু যেভাবে আছে ভিত্তিতে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরিল্লিখিত শিডিউলে নির্ধারিত সিকিওরড্ অ্যাসেটসমূহের বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে প্রাপ্ত সর্বোত্তম তথ্যমতে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই প্রোক্লামেশনে কোনও ত্রুটি, ভুল বক্তব্য বা কোনও অংশ বাদ যাওয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন।
৩. **ওয়েবসাইট : https://baanknet.com-এ ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী সম্পত্তি বিক্রি করবেন।**
৪. তাঁর বিডে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য অফার করেছেন এরূপ ক্রেতার অনুকূলে বিক্রি নিশ্চিত করা হবে এবং সিকিওরড্ ক্রেডিটরের নিশ্চিতকরণসাপেক্ষে করা হবে।
৫. **বিক্রির বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com & www.pnb.bank..in**
৬. সম্পত্তির প্রেক্ষিতে কোনওরকম বিধিবদ্ধ বকেয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ থাকবেন না। যে কোনও ধরনের কর প্রদানের জন্য ক্রেতারা একচ্ছত্রভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিউআর স্ক্যান করুন

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক (৯৮৩১৭ ৭৮৭৭৪)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক